প্রথম আলো

তারিখ 06 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

উদ্যোগ নিলেই জেলাভিত্তিক বইমেলা সম্ভব

উত্তরের কথন

তুহিন ওয়াদুদ

ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে ছাড়া বৃহৎ পরিসরে বইমেলা দেশের আর কোথাও হয় না। বিভাগীয় শহরগুলোতে প্রতিবছর বইমেলার আয়োজন করতে পারলে ভালো হতো। জেলা পর্যায়ে করতে পারলে আরও ভালো হতো। সরকার সামান্য উদ্যোগ নিলেই দেশের আটটি বিভাগে আটটি এবং জেলা পর্যায়ে একটি করে বইমেলা করা সম্ভব। দেশে অনেক পাঠক আছেন, যাঁরা অনেক টাকা ব্যয় করে ঢাকায় যেতে পারেন না। জেলায় জেলায় বইমেলা হলে তাঁদের ঢাকায় যেতে না পারার কষ্ট দূর হতো।

২০১৪ সালে রংপুর ও বরিশাল বিভাগে দুটি বইমেলার আয়োজন করেছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। সে বছর দেশের অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সেই বইমেলার বরাদ্দকৃত অর্থে ওই বইমেলা দুটির আয়োজন করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বইমেলা না হওয়া দুঃখজনক হলেও বরিশাল ও রংপুরবাসীর জন্য তা ছিল আশীর্বাদ। সরকার এ দুটি বইমেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রতিবছর আটটি বিভাগীয় শহরে বইমেলার আয়োজন করতে পারে। দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে আটটি মেলার জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় হবে ৮০ লাখ টাকা। মাত্র ৮০ লাখ টাকা ব্যয় করলেই দেশের জন্য অনেক বড় কাজ করা যায়। যদি এই আটটি বইমেলার আয়োজন করা যায়, তাহলে সেটি হবে চেতনার উষর প্রান্তরে কিছুটা জল।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের আয়োজনে রংপুর গণগ্রন্থাগার চত্বরে ২০১৪ সালের ২ থেকে ১১ মে পর্যন্ত ছিল ১০ দিনব্যাপী বইমেলা। সারা দেশের মানুষ যখন অপহরণ-গুম-হত্যার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, তখন রংপুর শহরের গণগ্রন্থাগার মাঠে বিভাগীয় বইমেলা ছিল বইপ্রেমীদের ভিড়ে মুখরিত। অতীতে রংপুরে কখনোই এত বড় আয়োজনে বইমেলা হয়নি। বইমেলায় প্রবেশ করলেই একরকম প্রশান্তি অনুভূত হতো। ঢাকা থেকে ৬৪টি প্রকাশনী এসেছিল তাদের প্রকাশিত বই নিয়ে। প্রকাশনীর পক্ষে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে বই বিক্রি হয়েছে সন্তোষজনক। যদি প্রতিবছর এ মেলার আয়োজন করা হয়, তাহলে তাঁরা আবার আসবেন, সেই আকাঙ্ক্ষাই তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। এই আয়োজন যদি প্রতিবছর হয়, তাহলে এই বইমেলাকে ঘিরে নতুন অনেক বইক্রেতা পাওয়া যাবে। সারা বছর ধরে অনেকেই টাকা সঞ্চিত রাখবেন বই কেনার জন্য।

বইমেলায় ছিল সব বয়সী পাঠক-ক্রেতার সমাবেশ। বইমেলার আয়োজক রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা তাঁদের অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বইমেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কাজ করেছিলেন। বইমেলার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও ছিল প্রতিদিন। এই মেলার আয়োজন নিয়মিত করা গেলে প্রকাশকেরা যে শুধু একুশে বইমেলার অপেক্ষায় থাকেন, তা আর হবে না। তখন প্রকাশকেরা সারা বছর ধরে প্রচুর বই বিক্রি করতে পারবেন। মেলাগুলোতে স্থানীয় লেখকেরা তো নিয়মিত এসেছিলেনই, যাঁরা দূরে থাকেন, তাঁরাও যদি এই মেলাগুলোতে আসতেন, তাহলে বই বিক্রি কিংবা মেলার তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেত। শুধু একদিন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আনিসুল হক এসেছিলেন।

প্রথম আলো বন্ধুসভা এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রংপুরে একক দোকান দিয়ে বইমেলার আয়োজন করে। আয়োজকদের একজন জানালেন, একটিমাত্র দোকান হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর পাঠক-ক্রেতা এসেছিলেন বই কিনতে। আশার কথা শোনালেন যে তরুণ শিক্ষার্থীরা, তাঁরাই এসেছেন সবচেয়ে বেশি। এক সপ্তাহে তাঁরা প্রায় সাড়ে তিন শ বই বিক্রি করেছেন।

> পাঠক যে শুধু ঢাকাতেই আছেন, তা নয়, সারা দেশেই অনেক পাঠক আছেন। তাঁদের কথাও ভাবা উচিত। সে জন্য জেলায় জেলায় বইমেলার আয়োজন করা প্রয়োজন। সরকারিভাবে সম্ভব না হলে বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানও এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে

গত ১৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিশুনিকেতনের মাঠে তিন দিনব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় যখন মেলায় পৌঁছালাম, তখন মেলায় উপচে পড়া ভিড়। দোকানে দোকানে কথা বলে জানা গেল, বই বিক্রি হয়েছে প্রচুর। মেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বইয়ের দোকান ছিল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিলে বই বিক্রি করছিলেন। কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের বইয়ের দোকানে কথা বলে জানা গেল, মেলা আরও কয়েক দিন চললে আরও ভালো হতো। মেলায় আসা পাঠক-ক্রেতারা অনেক তৃপ্ত। একজন আমাকে বলেন, 'এই মেলা যদি সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে সারা দেশের সব জেলায় করত, তাহলে পাঠকেরা অনেক উপকৃত হতেন।'

অনেক অভিভাবক সন্তানদের নিয়ে এসেছিলেন বইমেলায়। সন্তানদের নিয়ে বইমেলায় আসার আনন্দ ছিল তাঁদের চোখে-মুখে। মেলায় আসা অনেকেরই জিজ্ঞাসা, এই বইমেলা প্রতিবছর হবে কি না। যাঁরা অনেক টাকা ব্যয় করে ঢাকায় বইমেলায় যেতে পারেন না কিংবা সময়স্বল্পতার কারণে বইমেলায় যেতে পারেন না, তাঁরা কুড়িগ্রামের বইমেলায় তাঁদের সেই ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় প্রতিবছর স্থানীয় উদ্যোগে একটি করে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই মেলায়ও প্রচুর পাঠক-ক্রেতা আসেন। দর্শনার্থী-পাঠক-ক্রেতার আগ্রহে মেলাটি বেঁচে আছে।

আমাদের ছোটবেলায় একবার একটি ভ্রাম্যমাণ বইয়ের দোকান কয়েক দিনের জন্য এসেছিল আমাদের রাজারহাট উপজেলায়। আমরা বন্ধুরা মিলে প্রতিদিন যেতাম সেই বইমেলায়। খুব বেশি বই কেনা হয়নি। কিন্তু ছোট্ট বয়সে আমরা অনেকগুলো বইয়ের নাম জেনেছিলাম। সেই তুলনায় এখন প্রতিবছর জেলায়-উপজেলায় বইমেলা হওয়া প্রয়োজন ছিল।

পাঠক যে শুধু ঢাকাতেই আছেন তা নয়, সারা দেশেই অনেক পাঠক আছেন। তাঁদের কথাও ভাবা উচিত। সে জন্য জেলায় জেলায় বইমেলার আয়োজন করা প্রয়োজন। সরকারিভাবে সম্ভব না হলে বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানও এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। গণিত অলিম্পিয়াড, ভাষা প্রতিযোগ, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডসহ অনেক প্রতিযোগিতার মতো বইমেলার আয়োজনও করতে পারে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এ বছর প্রথম আলো বন্ধুসভা দেশের অনেক স্থানেই বইমেলার আয়োজন করেছে। অন্য প্রকাশনা সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবেও জেলাভিত্তিক বড় বড় বইমেলার আয়োজন করতে পারে। আমরা পাঠকেরা চাই প্রতিটি জেলায় বইমেলার আয়োজন করা হোক।

● **তুহিন ওয়াদুদ: শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।**
wadudtuhin@gmail.com